যুগান্তর

16 MAR 2008

যুগান্তর

নিউ গভঃ গার্লস হাইস্কুল

নিউ গভঃ গার্লস হাইস্কুল অন্যের ঘরে ২২ বছর

মুসতাক আহমদ

ঠিকানাবিহীন একটি সরকারি নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে 'নিউ গভঃ গার্লস হাইস্কুল'। অনেকটা পরগাছার মতো বিগত ২২ বছর ধরে যে প্রতিষ্ঠানটি টিকে আছে তার অবস্থান খোদ রাজধানীতে।

লাকী সরকার

বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী স্কুল আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবনে তার অবস্থান। আরমানিটোলা স্কুলের প্রধান তার স্কুল ও নিউ গভঃ স্কুলকে একই মায়ের 'টুইন বেবি' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, তারা ভালো আছেন। কোন গণ্ডগোল নেই। আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় হচ্ছে 'বয়েজ' এবং নিউ গভঃ হাইস্কুল 'গার্লস' স্কুল। দুটি স্কুলের সহবস্থানের ফলে নিউ গভঃ গার্লস

ঘরে : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৪

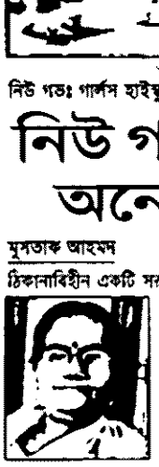

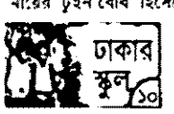

● কাল : নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

ঘরে : হাই স্কুল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হাইস্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে. শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে রাজধানীর ৫টি সরকারি স্কুলকে কয়েক বছর আগে কলেজে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তার মধ্যে আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ও ছিল। কিন্তু এই 'টুইন' অবস্থাসহ সৃষ্ট নানা জটিলতার কারণে সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত হয়। চলতি শিক্ষাবর্ষে রাজধানীর অন্যান্য স্কুলে কলেজ শাখা চালু হয়ে গেছে।

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে উর্দু মিডিয়াম সরকারি বালক বিদ্যালয় নামে এ স্কুলের যাত্রা শুরু। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে নিউ গভঃ গার্লস স্কুল নাম নিয়ে স্কুলটিতে বাংলা মিডিয়াম চালু হয়। আরমানিটোলা, নয়াবাজার, ভিক্টোরিয়া, ইসলামপুর এই বিশাল এলাকায় মেয়েদের এই একটি সরকারি স্কুল নারীশিক্ষা বিস্তারে শুরু থেকেই গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছিল।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ১৯৮৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ধসে পড়ার পর নিউ গভঃ গার্লস হাইস্কুলকে পুরনো ভবন থেকে স্থানান্তরিত করা হয় আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। মূলত গোড়া থেকেই স্কুলটি ছিল নানা সমস্যায় জর্জরিত। জরা, জরাজীর্ণ দালান, শ্রেণীকক্ষের অসুবিধাসহ বিভিন্ন কারণে এ স্কুলে নতুন ভবন গড়ে তোলা হচ্ছিল। বাদ সাধেন জমির দাবিদার তৎকালীন একজন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি আদালতের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আসেন। তার প্রভাববলে স্কুল ভবনটি অতি পুরনো, ব্যবহারে অনুপযোগী ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রভৃতি যুক্তির খাতিরে আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সাময়িক অবস্থানের সরকারি আদেশ প্রদান করা হয়। শুরু হয় একটি স্কুলের পরজীবী হয়ে বাঁচার সংগ্রাম।

আরমানিটোলা স্কুলের একাডেমিক ভবনের ১২টি কক্ষে চলে নিউ গভঃ গার্লস হাইস্কুলের পাঠদান কার্যক্রম। আর বিদ্যালয়ের পেছনের দিকের পুরনো ভবনের দুটি কক্ষে পার্টিশন দিয়ে অফিস, প্রধান শিক্ষিকার কক্ষ ও সহকারি প্রধান শিক্ষিকাসহ সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জায়গার স্বল্পতার কারণে রৌদ্রের তাপ আর বৃষ্টির পানিকে উপেক্ষা করে কিছু শিক্ষককে বারান্দায় বসতে হয়।

১৯৯৩ সাল থেকে দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত এ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হাসিনা হক সম্প্রতি অবসরে গেছেন। বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন লাকী সরকার. সাবেক প্রধান শিক্ষক এ স্কুল সম্পর্কে বলেন, ফুটপাতের ফেরিওয়ালাদের মতো স্কুল শুরুর আগে বারান্দায় চেয়ার-টেবিল পেতে দেই, আবার ছুটির পর সব গুটিয়ে রুমে তুলে রাখতে হয়। কিছুদিন আগে রুম পরিবর্তন নিয়ে দুই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হট্টগোলও হয়েছিল. অবশ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি বেশিদূর এগোয়নি।

এই স্কুলে বর্তমানে ৫২৪ ছাত্রী ও ২৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন. কর্মচারী মাত্র ৩ জন।

কিন্তু তাদের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরি, ব্যবহারিক কক্ষ কিছুই নেই. নেই বাথরুম ব্যবস্থা. প্রধান শিক্ষিকাসহ সবাইকেই বেশকিছু দূর হেঁটে গিয়ে ছাত্রদের দুটি বাথরুম ব্যবহার করতে হয়। মেয়েদের গার্হস্থ্য অর্থনীতি ব্যবহারিকের জন্য প্রয়োজন একটি চুলোর। এই চুলো বসানো হয়েছে ছোট্ট সিঁড়ি ঘরের ঘুপচি অন্ধকারে। টিফিন রুম না থাকায় প্রতিদিন বেসরকারি আনন্দময়ী স্কুল থেকে টিফিন কিনে আনতে হয়। ফলে মানের ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে পারে না স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের নেই কোন সাইনবোর্ড। তারপরও স্কুলটি পালন করে আসছে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ সব অনুষ্ঠান. তবে তা শুক্রবার কিংবা ছেলেদের স্কুলের নির্ধারিত কোন দিন'।

তবে শত সীমাবদ্ধতা আর দৈন্যতা সত্ত্বেও স্কুলে সহশিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। 'গার্লস গাইড' কার্যক্রম চালু রয়েছে সেই ১৯৮৫ সাল থেকেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিদ্যালয়ের এক সিনিয়র সহকারী শিক্ষক বলেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা তাদের কষ্টকর অস্থায়ী অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে আসছেন। বহু রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নিজেরা চাঁদা তুলে পর্যন্ত মামলা চালিয়েছেন। তবে সরকারি সম্পদের ব্যাপারে সরকারের উচ্চমহলের নীরবতা তাদের শক্তিকে ক্রমশই দুর্বল করে দিয়েছে। আরেকজন বলেন, বিদ্যালয় রক্ষার সংগ্রামের কারণেই এক প্রধান শিক্ষিকাকে বদলি করা হয় কুচক্রী মহলের ইশারায়। একজন শিক্ষক বলেন, তারা এ নিয়ে অনেক কেঁদেছেন, কিন্তু কেউ কান্না শুনতে পায় না। তাই এসব ব্যাপারে আর কথা বলতে চান না তারা। জাতীয় পার্টি, আওয়ামী লীগ ও বিগত জোট সরকারের আমলেও এ সমস্যার কোন সুরাহা তো হয়নি, উপরন্তু সব সরকারের লোকে বিদ্যালয় ভবন দখল করেছে।

একটি সূত্র জানায়, ২০০৪ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) থেকে আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঝখানে দেয়াল দিয়ে নিউ গভঃ গার্লস হাইস্কুলের জন্য আলাদা কম্পাউন্ডের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল. আরমানিটোলা স্কুলের সাবেক ছাত্র সংগঠনের আপত্তির কারণে তা সম্ভব হয়নি।

আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তানজীম আশরাফ বলেন, আরেকটি স্কুলের কারণে তাদের জায়গা অনেক কমে গেছে. পূর্বে তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত দুই শিফট চালু থাকলেও বর্তমানে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী প্রভাতি ও ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী দিবা শাখা করা হয়েছে। তারপরও একই বয়সের ছেলে-মেয়েদের একই ক্যাম্পাসে অবস্থানের ফলে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার কথা তার সবই পোহাতে হয় তাদের।

নিউ গভঃ গার্লস স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা লাকী সরকার বলেন, আরমানিটোলা স্কুলের সঙ্গে তাদের চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে. পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহানুভূতির মাধ্যমে দুটি স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। তবে এ ধরনের সংকটের মুখে স্কুল থাকা সত্ত্বেও তাতে ছাত্রী ভর্তি করা যাচ্ছে না শুধু জায়গার অভাবে। এ ব্যাপারে তিনি সরকারি পদক্ষেপ কামনা করেন